بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবাকেরাম হযরত সুহাইব বিন সিনান এবং হযরত সা'আদ বিন রবী রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ৫জুন ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি পুনরায় বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছি। তাঁদের মধ্যে প্রথম যার বর্ণনা করব তিনি হলেন, হযরত সুহাইব বিন সিনান (রাঃ)। তাঁর পিতার নাম ছিল সিনান বিন মালেক এবং মায়ের নাম ছিল সালামা বিনতে কাঈদ। হযরত সুহাইব ইরাকের মসুলের বাসিন্দা ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) উনার ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে আবদুল্লা বিন জুদান-এর কাছে সুহাইব নামের একজন কৃতদাস ছিল, যাকে রোম থেকে ধরে আনা হয়েছিল। পরবর্তী কালে আব্দুল্লাহ্ বিন জুদান তাকে মুক্ত করে দেয়। ইনিও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপরে ঈমান এনেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জন্য অনেক প্রকারের কষ্ঠ সহ্য করেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের ও হযরত সুহাইব একসাথে অন্ততঃ ত্রিশজনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা মতে, মহানবী (সাঃ) বলেন, 'ইসলামে অগ্রগামী ব্যক্তি চারজন; আমি আরবদের মধ্যে প্রথম, সুহাইব রোমানদের মধ্যে প্রথম, সালমান পারস্যবাসীদের মধ্যে প্রথম এবং বেলাল আবিসিনিয়ানদের মধ্যে প্রথম।'

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত সুহাইব এর হিজরতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, যখন সুহাইব হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন মক্কাবাসীরা তাঁকে আটকায়-ফলে, তিনি তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মক্কাবাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খালী হাতেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'সুহাইব! তোমার এ ব্যবসা পূর্বের সব ব্যবসার চাইতে অধিক উত্তম।' অর্থাৎ এর পূর্বে তুমি ব্যবসা করে ধনসম্পদ উপার্জন করেছিলে, কিন্তু এখন তুমি সম্পদের বিনিময়ে ঈমান অর্জন করেছ।

হযরত সুহাইব বর্ণনা করেন যে, 'মহানবী (সাঃ) যে যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন আমি সমস্ত যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। আঁ হযরত (সাঃ) যত বয়আত নিয়েছিলেন, সব বয়আতেও

আমি উপস্থিত ছিলাম। আঁ হযরত (সাঃ) যখনই কোন বাহিনী কোন অভিযানে প্রেরণ করেন, আমি প্রত্যেক অভিযানে ছিলাম। আঁহযরত (সাঃ) যে যুদ্ধেই গিয়েছিলেন, আমি প্রত্যেক যুদ্ধেই রসুলুল্লাহ্-র সাথে থাকতাম। আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শত্রুদলকে মহানবী (সাঃ) এর সামনে আসতে দিইনি। মহানবী (সাঃ) ও শত্রুদলের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াতাম।' হযরত সুহাইব বৃদ্ধাবস্থায় লোকজনদের জমা করে সানন্দে নিজ জীবনের যুদ্ধের হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত শুনাতেন।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত সুহাইবকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তার সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা রাখতেন; তিনি নিজ অন্তিম শয্যায় ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তার জানাযা সুহাইব পড়াবেন এবং তারপর তিনদিন তিনি মুসলমানদের ইমামতি করবেন এবং মজলিসে সূরায় পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই ইমামতি করবেন।

৩৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত সুহায়েব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয়েছে ৩৯ হিজরী সনে। মৃত্যুকালে হযরত সুহায়েবের বয়স ছিল ৭৩ বছর, আবার কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার বয়স ৭০ বছর ছিল। তিনি মদিনাতে সমাহিত হয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত সা'দ বিন রবি (রাঃ)। তার পিতার নাম রবি বিন আমর এবং মাতার নাম ছিল হুযায়লা বিনতে এনাবা। হযরত সা'দ বিন রবি (রাঃ) অজ্ঞতার যুগেও লেখাপড়া জানতেন। হযরত সা'দ বনু হারেস গোত্রের নকীব বা সর্দার ছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতের সময় উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। যুদ্ধের পরে আঁহযরত (সাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব কে বলেন যে যুদ্ধে আহতদের খোঁজখবর নাও। তিনি খুঁজতে খুঁজতে হযরত সা'দ বিন রবি (রাঃ)এর নিকটে গিয়ে পৌঁছান, তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'ব হযরত সা'দ কে বলেন, তোমার স্বজাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে কোন বার্তা পৌঁছানোর থাকলে আমাকে বল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, দেখুন! মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, আমি এখন মারা যাচ্ছি তখন তার মাথায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে। সে ভাবে, আমার স্ত্রীর কী হবে? আমার সন্তানদের খোঁজখবর কে নিবে? কিন্তু এই সাহাবী এরূপ কোন কথা বলেন নি। শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, আমরা মহানবী (সাঃ)এর সুরক্ষা করতে করতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমরাও এ পথে আমাদের পেছনে আস। সবচেয়ে বড় কাজ হলো, মহানবী (সাঃ)এর সুরক্ষা করা। তিনি লিখেন,এ ঈমানী শক্তিই তাদের মাঝে ছিল, যদ্বারা তারা পুরো পৃথিবীকে উলটপালট করে দিয়েছেন। রোমান ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসন তারা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।

হযরত সা'দ বিন রবী উহুদ এবং বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তার শাহাদত উহুদের যুদ্ধে হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আঁহযরত (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্তায়ালা তার ওপর আশীষ বর্ষন করুন।' তিনি জীবিতাবস্থায় তথা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুল (সাঃ)এর শুভাকাঙ্খী ছিলেন। হযরত সা'দ বিন রবী এবং হযরত হযরত খারযা বিন যায়েদ উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন রবী-র শাহাদতের পর তার স্ত্রী দুই কন্যাসহ মহানবী (সাঃ)এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! এদের চাচা এদের উভয়ের সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, এরা কিছুই পায়নি। তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। এরপর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের উভয়ের চাচাকে ডেকে বলেন, সা'দের

কন্যাদেরকে সা'দের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হস্তান্তর কর, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার।

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, মানব ইতিহাসে মহানবী (সাঃ)এর পূর্বে বা পরে এমন কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়নি যে এভাবে নারী জাতির অধিকার সুরক্ষা করেছে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক্যের ক্ষেত্রে, তালাক এবং খোলার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদীক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে, সন্তানের ওলী হওয়া ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, জাতিগত ও দেশসংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে, ধর্মীয় অধিকার এবং দায়িত্বাবলীর ক্ষেত্রে, বস্তুত জাগতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে, যেখানেই নারী জাতি ভূমিকা রাখতে পারে মহানবী (সাঃ)তার সমস্ত প্রাপ্য বৈধ অধিকার প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীর অধিকার রক্ষা করাকে তাঁর উম্মতের জন্য একটি পবিত্র আমানত এবং আবশ্যকীয় দায়িত্ব আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণেই, আরবের নারীরা মহানবী (সাঃ)এর আবির্ভাবকে নিজেদের মুক্তির সনদ মনে করত। অতঃপর তিনি আরো লিখেন, আমি উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হতে হয়, অর্থাৎ নারীর অধিকারের বিষয়টি আলোচ্য নয়, তাই বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই নতুবা আমি উল্লেখ করতাম যে, নারী জাতি সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) শিক্ষা সত্যিকার অর্থে সেই মহান মার্গে উপনীত যে পর্যায়ে পৃথিবীর কোন ধর্ম এবং কোন সমাজব্যবস্থা পৌঁছেনি। আর নিশ্চয় তাঁর নিম্নোক্ত প্রিয় উক্তিটি এক গভীর সত্যের পরিচায়ক যে; আমার নয়নের প্রশান্তি নামায অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যেই নিহিত। বর্তমান বিশ্ব নারীর অধিকারের বিষয়ে বুলি করে, যার সাথে তাদের স্বাধীনতার কোন সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীদের বিষয়ে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা-ও নারী জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঘরের শান্তি আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুশিক্ষার জন্য আরোপ করেছে। আল্লাহ্‌তা'লা পুরুষদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহিলাদের প্রাপ্য প্রদানের তৌফিক দান করুন যেন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ রচিত হয়।

এরপর সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি দোয়ার আহ্বান করতে চাই দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা করোনা মহামারিরূপী আপদের কবল থেকে জগদ্বাসীকে মুক্ত করেন, আর মানবজাতিকেও আল্লাহ্‌তা'লা এই চেতনাবোধ দান করুন যে, তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং মুক্তি খোদার সমীপে ঝুঁ কা ও বিনত হওয়া এবং ত্যাগ স্বীকার করে পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য দুরীভূত করার মাঝে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন যেন তারা ন্যায় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা শিখে। আমেরিকাতে আজকাল অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজমান। বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা এর কুফল থেকে নিরাপদ রাখুন। আর সার্বিকভাবে সাধারণ জনগণকে নিজেদের দাবিদাওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং অধিকার আদায়ের তৌফিক দিন।

তেমনিভাবে পাকিস্তান সরকারেরও ভাবা উচিত, কেবলমাত্র মোল্লার ভয়ে বর্তমানে সেখানে আহমদীদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়ছে তা করবেন না, বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করুন। নিজেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আহমদীয়াতের বিষয় নিয়ে বা এই ইস্যু নিয়ে এবং অত্যাচার করে পূর্বেও কোন সরকার টিকেনি আর ভবিষ্যতেও টিকবে না। তাই এই ধারণা পরিত্যাগ করুন যে,এই ইস্যু নিয়ে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করতে পারবেন। হ্যাঁ, এ সমস্ত অত্যাচারের ফলে পৃথিবীতে আহমদীয়াতের উন্নতি পূর্বের চেয়ে বেশি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এমনই হবে; ইনশাআল্লাহ্। এটি খোদাতা'লার কাজ আর এটিকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। যাহোক, আমারা দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিটি স্থানে অত্যাচার, নৈরাজ্য ও অশান্তি দূর করুন আর বর্তমানে যে মহামারি বা ব্যাধি ছড়িয়ে

পড়েছে–এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ যেন নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে। আমাদের আহমদীদের যেন পূর্বের চেয়ে অধিক হারে খোদা তা'লার ইবাদত ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের তৌফিক লাভ হয়। আমরা যেন পূর্বাপেক্ষা বেশি খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং যথাশীঘ্র জামা'তের উন্নতি প্রত্যক্ষ করি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
5 June 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org